প্রবোধ কুমার সান্যালের কাহিনী অবলম্বনে।

অশোক চিত্রের

দুষ্টবিন্দু

পরিচালনা ॥ সুশীল মজুমদার ॥

অশোক চিত্রের নিবেদন

* পুষ্পধনু *

পরিচালনা : **সুশীল মজুমদার** কাহিনী : **প্রবোধ কুমার সান্যাল**

উদ্যোক্তা : **পাঁচু বসাক**

প্রযোজনা : স্বদেশ ভৌমিক।
চিত্রনাট্য : মনোজ ভট্টাচার্য্য।
শব্দধারণ : সত্যেন চ্যাটার্জ্জী।
গীতিকার : প্রণব রায়।
ব্যবস্থাপনায় : প্রতাপ মজুমদার
রূপসজ্জায় : মনতোষ রায়।
পোষাক পরিচ্ছদ : দাশুরথী দাস।
ষ্টুডিও সত্বাবধানে : দেবেশ ঘোষ।

সঙ্গীত : রাজেন সরকার।
আলোক চিত্র : বিশু চক্রবর্ত্তী
নৃত্য : অনাদি প্রসাদ।
সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী।
শিল্পনির্দ্দেশনায় : সুনীল সরকার।
যন্ত্র সঙ্গীতে : সুরশ্রী।
স্থিরচিত্র : মণ্টু সোম।
প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

আবহ সঙ্গীত ও শব্দ পূর্ণ যোজনা : দুর্গাদাস মিত্র।

★ সহকারীগণ ★

পরিচালনায় : ননী মজুমদার, সুশীল বিশ্বাস ও রমেন গোস্বামী। আলোক চিত্রে : কে, এ, রেজা, নির্ম্মল মল্লিক, সৌমেন্দু রায় ও কেষ্ট চক্রবর্ত্তী। সম্পাদনায় : মধুসূদন ব্যানার্জ্জী ও শেখর চন্দ্র। শব্দধারণে : জ্যোতি ও বাবু। ব্যবস্থাপনায় : প্রেমনাথ ব্যানর্জী, সুনিল চক্রবর্ত্তী, পুলিন চক্রবর্ত্তী, গোপাল সেন ও অধীর মুখার্জ্জী। শিল্প নির্দ্দেশে : রবি দত্ত, ছেদি মিস্ত্রী, বজ্র। আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট, পাহার সিং। চিত্রনাটে : অমিয় মুখার্জী। রূপসজ্জায় : পরেশ দাস, পঞ্চু, ভীম, বরেণ।
সঙ্গীতে : শ্যামল গুহ ও হিমাংশু বিশ্বাস।

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

নির্ম্মল চন্দ্র বোঁস (এটর্নী), ডাঃ জ্যোতি বসাক, বিনয় রায় (মিহিজাম), জ্ঞানকুমার নওলাক্ষা, সুরফ্রীজ, এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, রেডিও ইলেকট্রীক, বীরেন, বোস এণ্ড কোং ও

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্মড পুলিশ বিভাগ

★ রূপায়ণে ★

উত্তমকুমার ● অরুন্ধতী মুখার্জী ● ভানু ব্যানার্জী

তপতী ঘোষ ★ অমর মল্লিক ★ বীরেন চ্যাটার্জী ★ অজিত চ্যাটার্জী (এঃ) ★ সমীর কুমার ★ রাজলক্ষ্মী দেবী নিভাননী দেবী ★ প্রীতি ভাদুড়ী ★ বাণী হাজরা ★ জয়শ্রী সেন ★ আরতি দাস ★ সুব্রতা সেন তারক বাগচী ★ বেচু সিংহ ★ প্রীতি মজুমদার ★ ভানু ব্যানার্জী (এন্, টি) ★ মাঃ শঙ্কর গোপাল মজুমদার ★ গোপী দে ★ পান্নালাল চক্রবর্ত্তী ★ মিসেস্ গ্রেস্ ★ বারবেরা ★ সৌরেন ★ ভেলু সুবল ★ সহদেব ★ ভানু দে ★ কুন্তলা ★ রুমা ★ উমা ★ বেবী ★ বাসন্তী ★ নীলা ★ খুকু কেষ্ট ★ সপ্না ★ মায়া ও
ইউরোপীয় অভিনেত্রী **মিস্ টিনা বারবেরা।**

কৃষ্ণ কিঙ্কর মুখার্জীর তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডে পরিস্ফুটিত।

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

"কাহিনী"

গীতালী সঙ্ঘ। ঈশানী রায় এই সঙ্ঘের পরিচালিকা। ভারতের নানান সহরের নৃত্য-আসরে গীতালী সঙ্ঘ যোগদান করে যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করেছে। নৃত্য-শিল্পী হিসাবে ঈশানে রায়ের নামও প্রচুর।

মিহিজামে গীতালী সঙ্ঘের সভ্য-সভ্যারা নাচের মহড়া শেষ করে বাইরে এসেছেন এমন সময় দেখেনএক সুদর্শন যুবক কাঁধে একটি ছেলে হাতে নানান পোঁটলা পুঁটলী পেছনে এক স্ত্রীলোক ও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কি যেন খুঁজছেন। যুবকটি এগিয়ে এসে তাদের কাছে মাধবীকুঞ্জ নামক বাড়ীটা কোথায় জানতে চান। তারা তা দেখিয়ে দেয়। তার কিছুক্ষণ পর আবার আসেন যুবকটি জলের সন্ধানে।

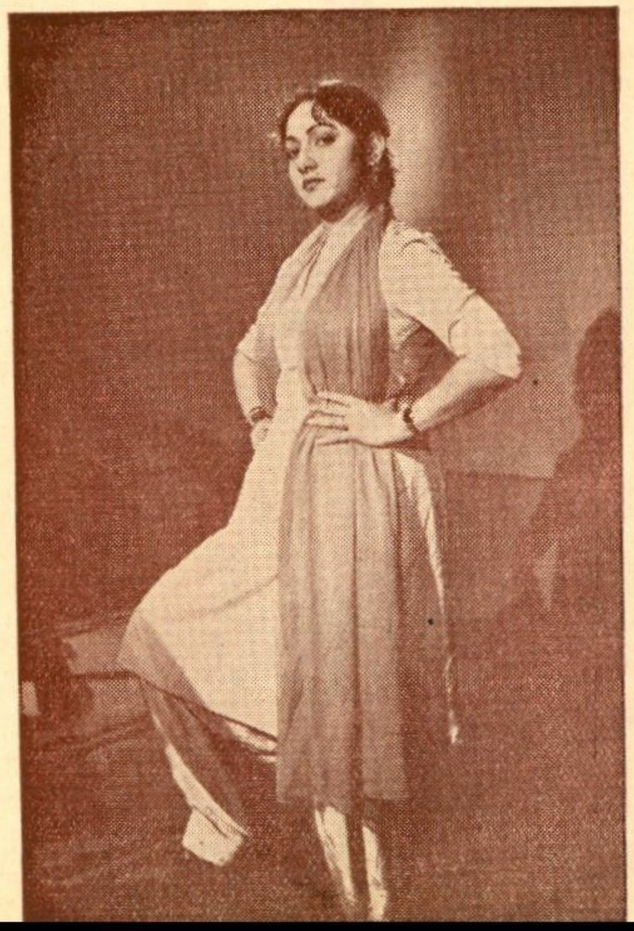

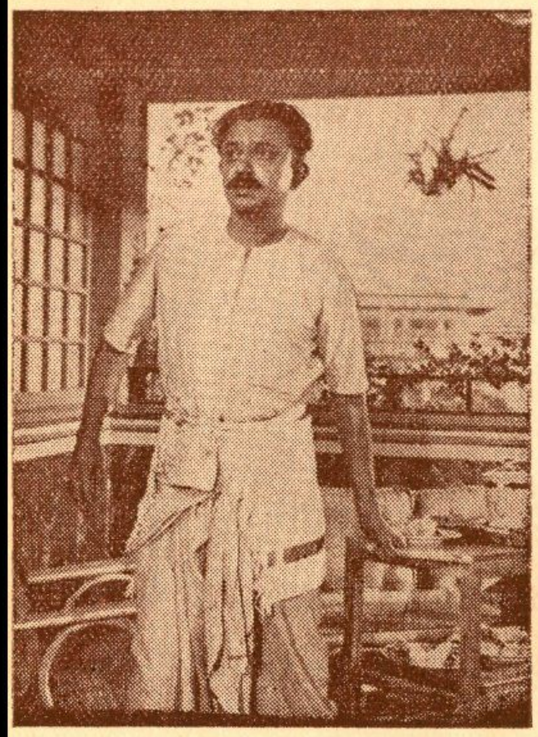

যুবকটির নাম শান্তনু চৌধুরী। ঈশানীর সঙ্গে যুবকটির পরিচয় হ'ল। যুবকটি নাকি ভালো বাঁশী বাজাতে পারেন।

কিন্তু মিহিজামে কোন পক্ষেরই বেশীদিন থাকা হ'ল না। যুবকটি কলকাতায় এলেন। কোলকাতায় এসে তার জেঠাইমার কাছে শোনেন একটি মেয়ে তার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে কয়েকদিন তার খোঁজে এসেছিল।

এই নিয়ে শান্তনুর সঙ্গে অশান্তি বাধে। বড় ভাই তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।

আপন ভোলা, স্বাধীন চেতা বেকার ও ভবঘুরে শান্তনু আজ নিজেকে বড় একা ভাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে ক্ষতি কি এত অল্পতেই তার ভেঙে পড়লে চলবে কেন!

একদিন গীতালী সঙ্ঘের ম্যানেজার রমেন বাবু শান্তনুকেই ধরে আনলেন তাদের দলে বাঁশী বাজানর জন্য।

শান্তনু চৌধুরী যোগ দিল ঈশানীর দলে। শান্তনুর সহজ ও সরল মতবাদের কাছে ধীরে ধীরে ঈশানী হার মানতে সুরু করে। শান্তনুর কাছে ঈশানীর কোন কিছুই গোপন থাকে না। একদিন ঈশানী এক মিশনারী মহিলা সিলভিয়া ও তার সন্তান ভিক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় শান্তনুর। শান্তনু ভিক্টরকে বড্ড আপন করে নেয়। দিল্লী থেকে ঈশানীর দলের আহ্বান এলো নাচের। শান্তনু দিল্লী যেতে রাজী—যদি ভিক্টরও যায়।

ঈশানী বলে "সিলভিয়া তার ছেলেকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দেবে কেন?"

কিন্তু শান্তনুর বার বার অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত ঈশানী সিলভিয়ার মত পায় ভিক্টরকে সঙ্গে নেবার জন্য।

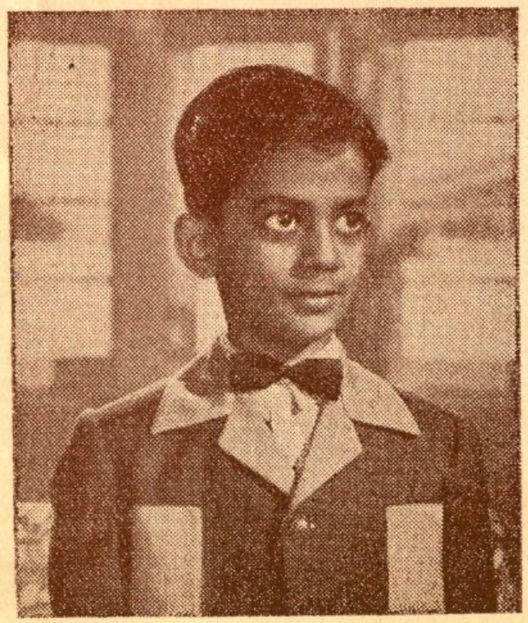

দিল্লীর নানান স্থানে ঘুরে বেড়ায় শান্তনু ও ভিক্টর। কুতুবমিনারের কাছে পরিচয় হ'ল মিঃ দত্ত চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। ঈশানীর নাচের এঁরাও ভক্ত।

দত্ত চৌধুরীর চোখ দুটো বার বার ভিক্টরের দিকে স্নেহের পরশ হানে। শান্তনু হতবাক হয়ে থাকে।

কে এই মিঃ দত্ত চৌধুরী—? কেনই বা বার বার স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে তিনি ভিক্টরকে দেখেন? এর কি কোন রহস্য আছে—? আর এই রহস্যের সঙ্গে কি ঈশানীও জড়িত?

শান্তনুর ভবঘুরে জীবনের শেষ কোথায়?

সব কিছুরই জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা!

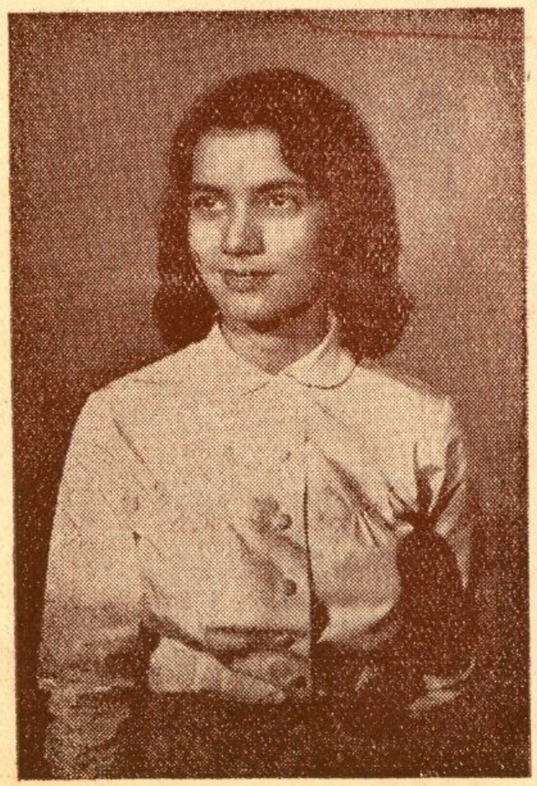

"সঙ্গীত"

(১)

ধীরে ধীরে চল গোরী ধীরে ধীরে চল
যমুনারি পথে শ্যাম করে কেন ছল
তারে সরে যেতে বল ।।
তার নয়নের তুনে আছে না জানি কি তীর
বেঁধে না পরাণে যেন বন কপোতীর
ওযে মায়াবী বল তারে সরে যেতে বল ।।
ঐ বাঁশরীর সুরে লাগে যমুনাতে ঢেউ
লাগে যমুনাতে ঢেউ
প্রাণে যদি ঢেউ লাগে দোষীত নয় কেউ
দেখো যেন গাগরীতে,
ছলকে না জল মন হয় না উতল ।
রাধা নামে সাধা বাঁশী করে কেন ছল
তারে সরে যেতে বল

(২)

আমি ভোরের মল্লিকা ।।
তুমি যে অরুণ সাথী
তুমি এসো তাই শেষ হলো
শেষ হোল মোর একা জেগে থাকা রাতি
ভোরের মল্লিকা
তুমি এসেছ বলে
প্রাণ সুরভি দোলে
মন পাপিয়া গাহে বন লতারি কোলে ।।
অজানা ফাগুন পথ ভুলে
পথ ভুলে আজ ভুবনে উঠেছে মাতি
ভোরের মল্লিকা
নব প্রণয় রাগে
একি মাধুরি জাগে
আজি জীবনে মম মধু আবেশ লাগে

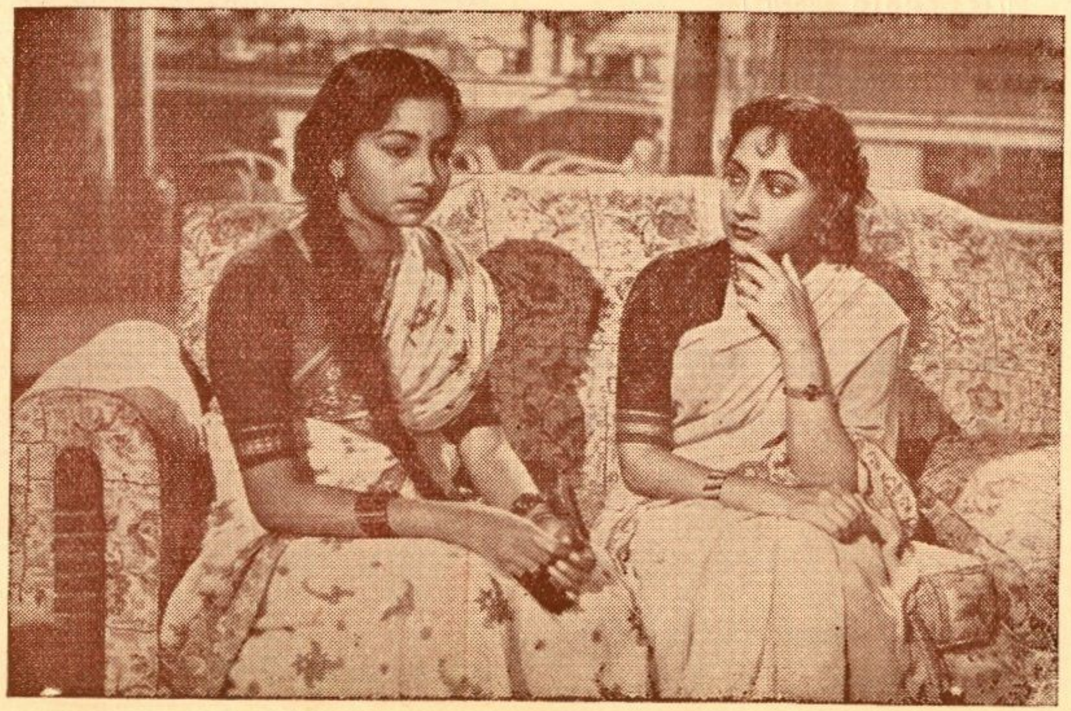

ইন্দ্র ধনুর রংএ রংএ
রংএ রংএ মোর স্বপন মালিকা গাঁথি
ভোরের মল্লিকা
তুমি এলে তাই শেষ হোল
শেষ হলো মোর একা জেগে থাকা রাতি
ভোরের মল্লিকা আমি ভোরের মল্লিকা ।

(৩)

(রবীন্দ্র সঙ্গীত)

আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে
দিব কাঙ্গালিনীর আঁচল ।।
তোমার পথে, পথে পথে বিছায়ে
আমার এই রিক্ত ডালি
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু তারি ফুলে
আমার পূজা নিবেদনের দৈন্য ।।
নিয়ো দিয়ো, দিয়ো ঘুচায়ে
আমার এই রিক্ত ডালি ।
তোমার রণ জয়ের অভিযানে ।।
তুমি আমায় নিয়ো
ফুলবানের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো দিয়ো
রন জয়ের অভিযানে
আমার শূন্যতা দাও যদি সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি জয়ধ্বনি
ফালগুনের আহ্বান জাগাও ।।
আমার কায়ে দক্ষিণ বায়ে
আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে
আমার এই রিক্ত ডালি ।

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি. অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন.
কলিকাতা ৭০

অশোক চিত্রের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ!

জরাসন্ধের

তামসী

একমাত্র পরিবেশক:

অঞ্জন ফিল্মস (প্রাইভেট) লিমিটেড

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি. অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন.
কলিকাতা-৭০০০১০

অশোক চিত্রের পক্ষে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।